জনকণ্ঠ

26 DEC 2005

রাজধানীর ২৪ সরকারী স্কুলে ভর্তি ॥ ভুয়া সার্টিফিকেট বাণিজ্য

মোশতাক আহমেদ ॥ "তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই" প্রিয় সন্তানকে ভাল একটি স্কুলে ভর্তি করতে আগামীর স্বপ্নে বিভোর অভিভাবকদের অবস্থা এখন এ রকমই। রাজধানীর নামিদামি স্কুলগুলোতে সোনার হরিণের মতোই একটি আসনে প্রিয় সন্তানদের ভর্তি করাতে অভিভাবকরা হেন কোন চেষ্টা নেই করছেন না। এই ভর্তি নিয়ে তদ্বির বাণিজ্যও এখন জমে উঠেছে। মন্ত্রী, এমপি, শিক্ষকনেতা থেকে শুরু করে ম্যানেজিং কমিটির নেতাদের কাছে এখন তদ্বিরের পাহাড় জমছে। অনেক ক্ষেত্রে টাকার লেনদেন ও শুরু হয়েছে। রাজধানীর ২৪ সরকারী স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দশ ভাগ কোটা পূরণ করতে সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ভুয়া সার্টিফিকেট বাণিজ্যও জমজমাট। গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এই কোটা চালু করা হলেও এখন বড় লোকদের ছেলে মেয়েদের ভর্তির জন্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ভুয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তারা বলছেন যে, যোগ্যতার ভিত্তিতেই ভর্তি করা হবে। তদ্বির করে কোন লাভ নেই।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে ১০ ভাগ কোটা পূরণে অনিয়মের অভিযোগ

দেশে এখন চলছে ভর্তির মৌসুম। প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত চলছে ভর্তি পরীক্ষা। রাজধানীর সরকারী-বেসরকারী স্কুলগুলোর পরীক্ষা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই শেষ হচ্ছে। ভর্তির এই শেষ মুহূর্তে এসে ছেলে মেয়েদের একটি ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে অভিভাবকরা এখন দিশেহারা হয়ে পড়ছেন। যে কোন উপায়েই তাঁরা তাঁদের সন্তানদের ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে প্রস্তুত।

২৪ সরকারী স্কুলের ভর্তি ফরম বিতরণ শেষ হচ্ছে আগামী কাল মঙ্গলবার। গত ১৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ফরম বিতরণ করা হচ্ছে। কাল ফরম দেয়া শেষ হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর এসব ফরম যাচাই বাছাই করে পরীক্ষা নেবে। তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অনুষ্ঠিত হবে ২৪ সরকারী স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা। প্রতিটি গ্রুপে আটটি করে স্কুল থাকবে। তিনটি গ্রুপের পরীক্ষা হবে আগামী ১, ৩ এবং ৫ জানুয়ারি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষা। এসব স্কুলে ভর্তি হতে এখন থেকেই তদ্বির শুরু হয়ে গেছে। আবেদন ফরম জমা দেয়ার পর প্রবেশপত্রের ফটোকপি দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন জনের কাছে। মন্ত্রী এমপিদের কাছেও যাচ্ছে এসব প্রবেশপত্রের ফটোকপি। কিছু শিক্ষক নেতাও নেমেছেন তদ্বির বাণিজ্যে। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের এক কর্মকর্তা বলেন, কোনরকম স্বজনপ্রীতি যাতে না হয় সে জন্য এবার খাতায় কোড নম্বর ব্যবহার করা হবে।

রাজধানীর ২৪ টি সরকারী স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে ১০ ভাগ কোটা পূরণে অনিয়মের অভিযোগ করা হয়েছে। ২৪টি স্কুলে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ রয়েছে এই দশভাগ কোটা। রাজধানীতে প্রায় ৩ শ'র মতো সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যেখানে এখন পঞ্চম শ্রেণীর সার্টিফিকেট আনতে ভিড় শুরু হয়েছে। একটি সূত্র বলেছে, সেখান থেকে এখন টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে। এই সূত্রটি বলেছে, ভুয়া ছাত্র সাজিয়ে সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে কোটায় ভর্তির আশায়। সাধারণত অপেক্ষাকৃত গরিব ঘরের ছেলে মেয়েরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। ২৪ সরকারী স্কুলে ভর্তির জন্য বড় লোকের ছেলে মেয়েরাই কোটায় ভর্তি হতে পড়াশোনা না করেই সরকারী স্কুলগুলো থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করছে টাকার বিনিময়ে। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো—অনেক স্কুলে পরীক্ষার রেজাল্টই হয়নি সেখানেও এ রকম ভুয়া সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত রাজধানীর ভাল স্কুলগুলোতে গরিব ছেলে মেয়েদের পড়ার সুযোগের জন্য ২০০১ সালে এই কোটা চালু করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে বড়লোকের ছেলে মেয়েরাই এখন এই কোটায় ভর্তি হচ্ছে ভুয়া ব্যবস্থায়। সরকারী স্কুলগুলোর পাশাপাশি বেসরকারী স্কুলের পরীক্ষা চলছে পুরোদমে। রাজধানীর তিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজের ইংরেজী মাধ্যমের পরীক্ষা এবং ফল প্রকাশ দু'ই শেষ হয়েছে। বাংলা মাধ্যমের পরীক্ষা হবে ৩০, ৩১ ডিসেম্বর এবং ১ জানুয়ারি। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদয়ন স্কুলের কেজির ক গ্রুপের পরীক্ষা হবে আজ সোমবার। আগামীকাল মঙ্গলবার ও বুধবার অনুষ্ঠিত হবে প্রথম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা। এদিকে তিকারুননিসা ও ২৪ সরকারী স্কুলের ভর্তি পরীক্ষার সময় একই দিন (১ জানুয়ারি) হওয়াতে অনেক শিক্ষার্থীরা পড়েছে বিপাকে। তিকারুননিসা স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রোকেনা হোসেন জনকণ্ঠকে বলেছেন, আমাদের পরীক্ষার সময় আগেই দেয়া হয়েছে। এখন আর কিছুই করার নেই।

একাধিক সূত্র বলেছে, সরকারী আর বেসরকারী স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করাতে অভিভাবকদের এখন ঘুম হারাম অবস্থা। ভর্তির জন্য তাঁরা নানা জায়গায় তদ্বির করে যাচ্ছেন। লাখ লাখ টাকা খরচ করে যাঁরা ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হয়েছেন তাঁদের অনেকেই এখন তাঁদের খরচকৃত টাকা ওঠাতে ব্যস্ত। তদ্বিরের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতে অনেক স্কুল প্রধানরা তাঁদের ফোন বন্ধ করে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।